তারিখ ... 07 NOV ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক সংবাদ

বদলে গেছে ইডেন কলেজের পরিবেশ

কার্তিক চাটার্জী

প্রোফাইল

ঐতিহ্যবাহী ইডেন মহিলা কলেজে বর্তমানে সেই অশান্ত পরিবেশ এখন আর নেই! বছর দেড়েক আগেরকথা। একদিন সকালে জাতীয় দৈনিক–গুলো দেখে চমকে উঠল দেশের মানুষ। দু'দল ছাত্রীর মারামারি–চুলোচুলির ছবি ছিল পত্রিকার পাতায়। ওটি ছিল এককালের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইডেন কলেজের দুঃখজনক দিনগুলোর একটা ঘটনামাত্র। এই পরিস্থিতি অবশ্য তৈরি হয়েছিল ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। নব্বুই দশকের শুরু, দেশে সবেমাত্র নির্বাচিত "গণতান্ত্রিক" সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সবার আশা শিক্ষাঙ্গন থেকে দূর হবে স্বৈরাচার আমলে সৃষ্ট নৈরাজ্য আর বিশৃংখলা। ফিরে আসবে শিক্ষার সুষ্ঠু সুন্দর পরিবেশ।

কিন্তু ঘটল উল্টোটা। সরকারি দলের লোকজন ভেবে বসল নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের সবকিছুর মালিকানাই তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। বাদ রইল না শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও, ক্ষমতাসীনদের ছাত্র সংগঠন দখল করতে এলো এসব প্রতিষ্ঠান। রাজধানীতো বটেই, গোটা বাংলাদেশের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইডেন কলেজও এই রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি পায়নি। বরং এখানে সরকারিদলের ছাত্র সংগঠন জেঁকে বসল ভালভাবেই। কারণ প্রথম দিকে তাদের কোন শক্ত প্রতিপক্ষ ছিল না। ফলে পরিস্থিতি দাঁড়াল স্বৈরাচারের চেয়েও ভয়াবহ। ছাত্রী ভর্তির নিয়ম–কানুন কেবল খাতাপত্রেই রইল, আসল ভর্তির "আইন–কানুন" তৈরি করে দিল ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের প্রবল দাপটশালী নেত্রীরা। নির্ধারিত সংখ্যার তোয়াক্কা না করে ছাত্রী ভর্তি করানোতে ক্লাসের সমস্যার সাথে সাথে হোস্টেলে সিট সমস্যাও দেখা দিল। সেখানেও কাকে সিট দেয়া হবে কাকে দেয়া হবে না তা ঠিক করে দিয়েছে ঐ ছাত্র সংগঠন। শিক্ষক–শিক্ষিকারা অসহায়ের মতো এসব দেখেছে, কারণ প্রতিবাদ করতে গেলেই ধমক খেতে হয়েছে তৎকালীন সরকারের শীর্ষ মহল থেকে। সরকারিদলের ছাত্র সংগঠনের বাড়াবাড়ি মাত্রাতিরিক্তি হয়ে যাওয়ার পর প্রতিপক্ষরা চেষ্টা করেছে বাধা দিতে, ফলে সংঘর্ষ হয়ে উঠেছিল অনিবার্য। এমনি এক সংঘর্ষের ছবি ছাপা হয় পত্রিকার পাতায়। আজ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, বর্তমানে এই-কলেজ আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আপন গৌরবময় ঐতিহ্য নিয়ে। একটি সুন্দর, শান্ত শিক্ষাঙ্গনে পুনরায় ফিরে গেছে ইডেন কলেজ, যার কৃতিত্ব কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ ডঃ আয়েশা খাতুনসহ শিক্ষক–শিক্ষিকা কর্তৃপক্ষের। গত দেড়টি বছর ধরে শিক্ষক–শিক্ষিকারা একবিংশ শতাব্দীর জন্যে কলেজকে উপযোগী করে গড়ে তুলতে ফিরে গেছেন পূর্বাসুরিদের অক্লান্ত শ্রম আর নিষ্ঠার কাছে, যা ছিল বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে।

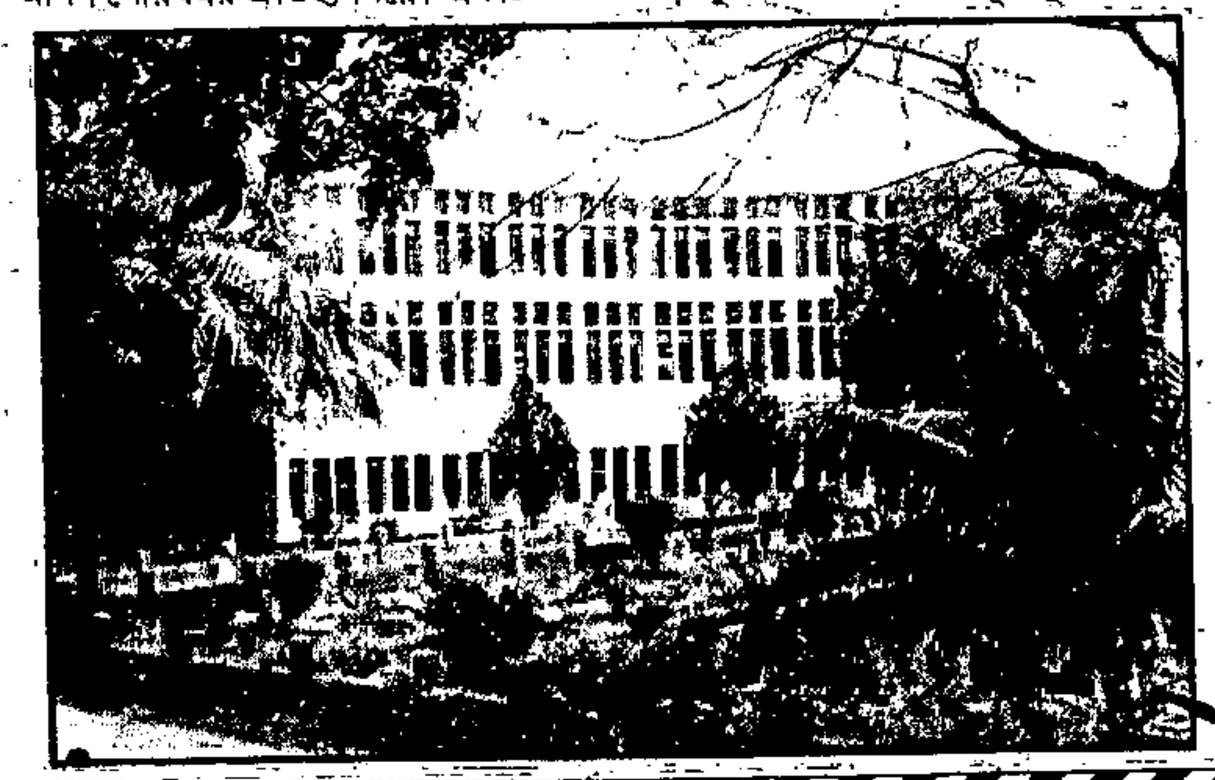

১৮৭৬ অথবা ১৮৮০ সালে (এ ব্যাপারে দ্বিমত আছে) ঢাকার পুরাতন এক বাড়িতে ৪৭টি শিশুছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল বর্তমান ইডেন মহিলা কলেজের পূর্বসুরি ইডেন স্কুলের। তৎকালীন সময়ে মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এই বিদ্যাপীঠের। জন্মলগ্ন থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ইডেন কলেজকে ঢাকা শহরের বিভিন্ন ভাড়াটিয়া বাসায় কাজ চালাতে হয়েছে। ১৯৬২ সালে বকশীবাজারে অবস্থানকারী আদি ইডেন কলেজের ডিগ্রি শাখাটি ইডেন কলেজ নাম নিয়ে উঠে আসে আজিমপুরে। এখানে ১৮ একর জমির উপর নির্মাণ করা হয় বিভিন্ন ভবন। বর্তমানে এই কলেজে ১৫ হাজার ছাত্রী রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী এই কলেজ শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও ছিল ছাত্রীদের সমান পদচারণা। এককালে বার্ষিক নাটক, বিতর্ক, নাচ, গান হতো। এ সময়কালের বহু ছাত্রী পরবর্তীতে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। শুধুতাই নয়, দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধে ইডেন কলেজের ছাত্রীদের ভূমিকা ছিল অগ্রণী।

১৯৯৭ সালের আগষ্ট মাসে ইডেন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এই কলেজেরই প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডঃ আয়েশা খাতুন। তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেই শিক্ষক–কর্মচারী ও ছাত্রীদের একত্রিত করে কলেজে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর ফলে বর্তমানে অবস্থার বেশ উন্নতি হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেছে, অধ্যক্ষার উদ্যোগে কলেজে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ চলছে। অভিভাবকদের জন্য তৈরি করা হয়েছে শেড, প্রতি বিভাগে ইন্টারকম টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গণিত বিভাগে ২০টি কম্পিউটার আনা হয়েছে। লাইব্রেরিতে ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রচুর বই। বর্তমানে খেলার মাঠ ও প্রাণিবিদ্যা মিউজিয়ামের কাজ চলছে।

ইডেন কলেজের বর্তমান অবস্থা নিয়ে কথা হলো কয়েকজন ছাত্রী ও অভিভাবকদের সাথে। তারা জানালেন, "এখন কলেজের অবস্থা ভাল, শিক্ষার পরিবেশ ফিরে এসেছে। আগের মতো আর অশান্ত পরিবেশ এখন আর নেই।"